146190 - যে নারীর নফিাসজনতি স্রাব নয়মাস অব্যাহত ছলি এবং এ সময়ে তনিি নামায পড়নেনি

প্রশ্ন

আমার এক বান্ধবীর নফিাসজনতি স্রাব নয় মাস অব্যাহত ছলি। এ সময়কালে সে কদাচৎি নামায আদায় করছে। এখন তনিি কী করবনে? যদি আমরা বলি যে, নফিাসরে সর্বোচ্চ সময় ৬০ দনি তাহলে তো তাকে ছয় মাসরে নামায কাযা পড়তে হবে। এখন সে কভিাবে কাযা পড়বে?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

এক:

ইতপিূর্বে 104589 নং প্রশ্নোত্তরে নফিাসরে সর্বাধকি সময়সীমার ব্যাপারে আলমেদরে মতভদে এবং অগ্রগণ্য অভমিত হচ্ছে নফিাসরে সর্বোচ্চ সময়সীমা ৪০ দনি; সটো উল্লখে করা হয়ছে।

দুই:

এ সময়কাল অতবিাহতি হওয়ার পর যে রক্তস্রাব নর্িগত হয় যদি সটো হায়যে হওয়ার দনিগুলোতে নর্িগত হয় তাহলে সটো হায়যেরে রক্ত; সুতরাং এ সময়ে সে নারী নামায পড়বনে না, রোযা রাখবনে না এবং তার স্বামী তার সাথে ঘনষ্ঠি হবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত না তার হায়যরে অভ্যাসগত সময় শষে হয়। যভোবে সবসময় ঘটে থাক। আর যদি হায়যেরে সময় ব্যতীত অন্য সময় এ রক্তস্রাব নর্িগত হয় তাহলে এটা ইস্তহিাযার রক্ত। ইস্তহিাযাগ্রস্ত নারী: রোযা রাখবনে ও নামায পড়বনে এবং তার স্বামী তার সাথে সহবাসও করতে পারব। তব, তার উপর অনবির্য হল-- প্রত্যকে ফরয নামাযরে ওয়াক্ত প্রবশে করার পর ওযু করা এবং সে ওযু দয়িে যা খুশি নফল নামাযও আদায় করা।

আরও জানতে দখেুন: 106464 নং প্রশ্নোত্তর।

তনি:

যদি ইস্তহিাযাগ্রস্ত নারী অজ্ঞতাবশতঃ নামায বর্জন করনে তাহলে কাযা পালন করা তার উপর আবশ্যক কনিা-- এ ব্যাপারে আলমেদরে দুটো অভমিত রয়ছে।

১। কাযা পালন করা তার উপর অনবিার্য।

২। কাযা পালন করা তার উপর অনবিার্য নয়। এটি শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইময়িার নর্িবাচতি অভমিত।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইময়িা বলনে: "যদি ইস্তহিাযাগ্রস্ত নারী এ বশ্িবাস থকেে কছিুকাল নামায আদায় না করে য,ে তার উপর নামায ফরয নয় তাহলে তার ব্যাপারে দুটো অভমিত রয়ছে:ে এক. তাকে কোন নামায পুনরায় পড়তে হবে না। যমেনটি ইমাম মালকে ও অন্যান্য আলমে থকেে বর্ণতি আছ।ে কনেনা ইস্তহিাযাগ্রস্ত যে নারী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেনে য,ে 'আমি তীব্র ও জটলি ইস্তহিাযাগ্রস্ত হয়ছে;ি যা আমাকে নামায ও রোযা থকেে বরিত রখেছে।ে' তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ভবষ্যিতে তার উপর কি ওয়াজবি সে নর্িদশে দয়িছেনে। অতীতরে নামাযগুলো কাযা করার ব্যাপারে কোন আদশে দনেনি।"[মাজমুউল ফাতাওয়া (২১/১০২)]

শাইখ বনি উছাইমীন (রহঃ) বলনে: "উত্তম হচ্ছ-ে- প্রথম দনিগুলোতে যে নামাযগুলো ত্যাগ করছে সগেুলোর কাযা পড়া। যদি না পড়নে তাতওে কোন অসুবধিা নইে। যহেতেু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইস্তহিাযাগ্রস্ত নারীকে সে নর্িদশে দনেনি; যে নারী বলছেলিনে য,ে তনিি তীব্র ইস্তহিাযার শকিার হচ্ছনে এবং নামায বর্জন করছনে। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ছয়দনি বা সাতদনি হায়যে গণনা করার এবং মাসরে অবশষ্টি দনিগুলোতে নামায পড়ার নর্িদশে দয়িছেনে। তনিি যে নামাযগুলো বর্জন করছেলিনে সগেুলোর কাযা পড়ার নর্িদশে দনেনি। কন্িতু তনিি যদি সগেুলোরেও কাযা পালন করনে তাহলে সটো ভাল। কনেনা হতে পারে তার পক্ষ থকেে জজ্ঞিসে করার ক্ষত্রেে অবহলো ঘটছে।ে আর যদি সে নামাযগুলোর কাযা পালন না করে সক্ষেত্রেওে কোন অসুবধিা নইে।"[মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনে উছাইমীন (১১/২৭৬) থকেে সমাপ্ত]

আপনার বান্ধবীর ক্ষত্রেে সতর্কতা রক্ষামূলক অভমিত হচ্ছ-ে- তার যে নামাযগুলো ছুটে গছেে তনিি তার সাধ্যানুযায়ী সগেুলোর কাযা পালন করবনে। এ সময়কালে যে নামাযগুলো তার ছুটে গছেে সগেুলো থকেে প্রতদিনি যতটুকু পারনে তনিি কাযা পালন করবনে। কনেনা এ দীর্ঘ সময় জজ্ঞিসে না করে নামায বর্জন করায় প্রশ্ন করার ক্ষত্রেে তার অবহলো পরলিক্ষতি হয়; যে সময়কালে সাধারণত নামায বর্জন করা হয় না। তাছাড়া সে মাঝে মাঝে নামায আদায় করত। এটি প্রমাণ করে য,ে হয়তো সে জানত য,ে তার উচতি নামায পড়া।

আরও জানতে দখেুন: 31803 নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।